প্রথম দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে ফরম কিনেছেন ১৪ জন

মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দিনে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৭ জন এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ৭ জন প্রার্থী।









মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান (ছোট), অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন।





মেহেরপুর-২ আসনে আওয়মী লীগের
দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ
করেছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও
গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের
সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন,
সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল
হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শফিকুল আলম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজমুল হক সাগর, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মকুল, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ উদ্দিন ।











প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশরাই নিজে
উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া এম এ এস ইমনের পক্ষে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি শারেক রায়হান অরুপ, অ্যাড ইয়ারুল ইসলামের পক্ষে সাবেক যুবলীগ নেতা জসিউর রহমান বকুল মনোনয়ন ফরম সগ্রহ করেছেন।

দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। আগামী মঙ্গলবার বিকাল ৪টার মধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে হবে।
এদিকে এবার অনলাইনেও ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে। এ জন্য স্মার্ট নমিনেশন অ্যাপ নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে আওয়ামী লীগ। গুগল প্লে

স্টোর বা অ্যাপলঅ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। এ ছাড়া নমিনেশনডটএএলবিডি ডটওআরজি ওয়েবসাইট থেকেও অনলাইনে মনোনয়ন ফরম পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে।
অনলাইনে ফরম পূরণ ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এর পর লগইন করে নিময়ানুযায়ী ৫০ হাজার টাকা পেমেন্ট সম্পন্ন করার পর মনোনয়ন ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে।
প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপ্রত জমা দিতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার প্রাক্কালে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. মহা. আব্দুস সালাম ক্লাবে সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

আজ শনিবার ১৮ নভেম্বর সকাল দশটায় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় প্রেসক্লাবের সকল সদস্য তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এ সময় প্রেসক্লাবের গত এক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব উত্থাপন করা হয। আগামী ২৪-২৫ সালের কমিটি নির্বাচন উপলক্ষে ৩ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে ক্লাবের পক্ষ থেকে নতুন দুই সদস্যকে বরণ করে নেয়া হয়। নতুন দুই সদস্য হলেন দৈনিক কালবেলার জেলার প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি এবং সমাজের কথা প্রতিনিধি সোমেল রানাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

পরে কেরাম প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলকে পুরস্কার

প্রদান করা হয়। খেলায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকেও সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সবশেষে ২০২৩-২৪ সালের দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠনের জন্য আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুকে প্রধান করে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিটি সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদন দেয়া হয়। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আনোয়ারুল হক কালু ও মাহবুবুল হক মন্টু।

কয়েকদিন যাবত মেহেরপুর প্রেসক্লাবের অর্থযুগে পদার্পণের উদযাপন উপলক্ষে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী

মেহেরপুরে জেলা ভিত্তিক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২১ দিন মেয়াদি অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের (পুরুষ-৫ম ধাপ) সমাপ্ত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয় সভাকক্ষে এ উপলক্ষে সমাপণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, “বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে তার জন্মলগ্ন থেকে জননিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এ বাহিনীর সদস্য হতে পারা অত্যন্ত গৌরবের। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ গৌরবের অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন হলো। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনে বাহিনীর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনের মধ্যেই এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্থকতা নিহিত।”

তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকাণ্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে বাহিনীর সুনাম বয়ে আনবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ফেরদোসী বানু’র সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আল-মামুন, মুজিবনগর উপজেলা প্রশিক্ষিকা ফেরদৌসী আরা ও বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর অংশের মানববন্ধন

অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত নিয়ে মিথ্যাচার এবং ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর অংশ মানববন্ধন করেছে।
শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি আয়োজিত মানববন্ধনে মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী বলেন, ক্যাপটেন মালেক বিএনপি ভুক্ত লোক, তার সাথে আছে জিল্লুর সে জামায়াতের লিডার, পিরোজপুরের চাঁদ আলী জামায়াতের লিডার তাদের একত্রিত করে কিছু সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের নিঃস্ব করার জন্য গোপনে তারা মিটিং করেছে। সেই মিটিংয়ের আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মালেক মিয়া ভোট করবে, জিততে হবে তাকে আগামী ইলেকশনে সেই জন্য সে পায়তারা করছে। কেননা আওয়ামী লীগ তাকে জিততে দেবে না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা মানববন্ধন করছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সাদিক হোসেন বাবুল বলেন, বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্তরকলহ করার চেষ্টা করছে।

আমরা বঙ্গবন্ধু সৈনিক ছিলাম এখন আমরা শেখ হাসিনার সৈনিক। আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল কার্যক্রম দুষ্ট ও অসৎ লোকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তিন-চার জন লোক মাত্র কটুক্তি করে খারাপ কথা বলে সরকারের বিরুদ্ধে, আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির আরজু, আব্দুল জলিল, আব্দুল রশিদ, আব্দুল মালেক, মোহাম্মদ মকলেসুর রহমান ফিরোজ, মোঃ সামসুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকার তারতম্য

বাংলাদেশে অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিত্যপণ্যের বাজারে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। ক্রমেই নানা অজুহাতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় বাজারে গিয়ে হিসেব মিলাতে পারছে না ক্রেতারা। ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাটছাঁট করতে একরকম বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ।

এখন বাংলাদেশের প্রধান আলোচ্য বিষয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোন কোন পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির গোশত। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ।

গতকাল শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর

শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৪৮ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি,সপ্তাহের ব্যবধানে ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরু চাল পাইকারি মূল্য (৬১-৬২) টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য (৬৪-৬৫) টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে । দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ১১০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১২০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে ৮ থেকে ১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৯০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০০ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে । গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে ১০ হ্রাস পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১৩৫ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১৪৫ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৮০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৯০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহের ৫ থেকে ১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মেহেরপুরে সবজি বাজারে স্বস্তি ফিরেছে

শীতের আগামনীতে কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে স্বস্তি ফিরেছে সবজির বাজারে। সপ্তাহ ব্যবধানে শিম, বেগুন, করলা, মুলা ও পালং শাকের মতো অনেক সবজির দাম নেমে এসেছে অর্ধেকে। শুধু এগুলো নয়, অধিকাংশ সবজি দামই কেজিতে কমেছে ১০ থেকে ১৫ টাকা করে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, হঠাৎ করে বাজারে সবজির আমদানি বেশি হওয়ায় কমেছে সবজির দাম।

তবে চাষিদের কপালে আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট। তারা বলছেন, শীত পড়াতে সবজি উৎপাদন বেড়ে গেছে সত্যি, কিন্তু হরতাল-অবরোধের কারণে ঢাকায় সবজি পাঠাতে না পেরে কম দামে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে লোকশান গুনতে হবে তাদের।

সাধারণ ক্রেতারা বলছেন, বছরের সবসময়ই সবজির দাম বেশি থাকলেও শীত আসলে সবজির দাম নাগালের মধ্য আসে।

জেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজারের সবজি বাজার ঘুরে ব্যবসায়ী, চাষি ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সপ্তাহ ব্যবধানে শুক্রবার বামন্দী সবজি বাজারে ব্যাপক পরিমাণে সবজি আমদানি হয়েছে। শীতকালীন সবজিতে সবজি বাজার ভর্তি হয়ে গেছে।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মুখে হাসি থাকলেও এ সময় চাষিদের মুখ ছিল কিছুটা মলিন। তারা জানান, গত সপ্তাহে যেখানে প্রতি কেজি শিম বিক্রি হয়েছে ৬৫ থেকে ৬০ টাকায়, শুক্রবার তা ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় নেমেছে। বেগুন ছিল ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, আজ তা ১৫ থেকে ২০ টাকা; পটল ছিল ৫০ টাকা, আজ তা চলছে ১৫ থেকে ২০ টাকা; মুলা গত সপ্তাহে ছিল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, আজ তা ১৫ থেকে ২০ টাকা; পালং শাক ছিল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, আজ তা ২০ টাকা এবং প্রতি কেজি লালশাক বিক্রি হয়েছে ৩০ টাকা করে, আজ তা চলছে ১৮ টাকা করে।

সবজি বিক্রেতা তাইজুল ইসলাম বলেন, ‘গত সপ্তাহে আমি চাষিদের কাছ থেকে ৪০ টাকা করে বেগুন কিনে বিক্রি করেছি ৫০ টাকায়; আজ কিনেছি ১৫ টাকা করে, বিক্রি করছি ২০ টাকা করে। তবে গত সপ্তাহের চেয়ে আজ ক্রেতাদের চাহিদাও অনেক বেশি।’

আরেক সবজি বিক্রতা আরিফুল বলেন, ‘বাজারে আজ অধিকাংশ সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ১৫ টাকা করে কম। কারণ বাজারে আজ প্রচুর সবজির আমদানি হয়েছে। ফলে দাম কমে গেছে। আর যখন যেমন দামে সবজি কিনি, তখন তেমন দামে বিক্রি করি। বাজারে মূলত সবজি দাম বাড়ে উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে।’

সবজি ক্রেতা শিহাবুল আলম বলেন, ‘আমি আজ থেকে ১৫ দিন আগে আধা কেজি শিম কিনেছি ১০০ টাকায়, গত সপ্তাহে প্রতি কেজি কিনেছি ৬০ টাকা, আর আজ এক কেজি শিম কিনছি ৩৫ টাকা করে। তার মানে অর্ধেক দামে। আজ বাজারে শীতকালীন প্রায় সব সবজিই উঠেছে।’

ক্রেতা উজ্জল হোসেন বলেন, ‘আমি রাজ মিস্ত্রির কাজ করি। সকাল

থেকে বিকেল পযর্ন্ত কাজ করে প্রতিদিন ৬ শ’ টাকা রোজগার করি। বাজারে এসে দুই একটা সবজি ছাড়া কেনার ক্ষমতা থাকে না। আজ এসে ২ শ’ টাকার বাজার করেছি, তাতেই বাজারের ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে। আজ বেগুন, শিম, মুলা, পটল, বাধাকপিসহ আরও কয়েকটি সবজি কিনেছি। এমন বাজারদর থাকলে আমাদের মত নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খুব ভালো হয়।’ সবজি চাষি মধু বলেন, ‘আজ বেগুন পাইকারি বিক্রি করলাম ১২ থেকে ১৫ টাকা করে। বতর্মানে সার, বিষ, শ্রমিকসহ সব জিনিসের দাম বেশি। এখন সবজি চাষে আগের থেকে খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ। আজ যে দামে সবজি বিক্রি করলাম এমন চলতে থাকলে লোকশান গুনতে হবে।’

আরেক সবজি চাষি একরামুল বলেন, ‘গত সপ্তাহেও সবজির দাম বেশ ভালো ছিল। অথচ আজ তা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে পাইকারি বিক্রি করতে যাচ্ছি, তারা সবজির দাম কম বলছে। অথচ ঢাকার পার্টি বাজারে আসলেও তারা এখন এ সবজিই বেশি দামে কিনতে চাইবে। হরতাল অবরোধের কারণে বাইরের ব্যবসায়ীরা না আসায় এমনটি ঘটেছে।’

মেহেরপুরের ডাঃ ফরহাদ হোসেন পাভেল এখন ঢাকায় চিকিৎসাধীন

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইএমও ডাঃ ফরহাদ হোসেন পাভেল এখন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী

মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হলেও কারোর সাথে কথা বলতে পারছেন না বলে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর ২৫০ সয্যা জেনারেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার ডা: ফরহাদ হোসেন পাভেল যশোরের চৌগাছা উপজেলার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নজরুল ইসলামের ছেলে। গত ১৩ নভেম্বর তিনি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার (৮ ঘন্টা- ডিউটি) ছিলেন। তবে কর্তব্যরত সময়ে অন্য মেডিকেল অফিসারের সাথে ডিউটি সমন্বয় করে কর্মস্থল থেকে অনুপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টি গত ১৫ নভেম্বর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে আসলে কর্তৃপক্ষ ডাঃ পাভেলের নিকট আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবগত করে। পরবর্তীতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানতে পারে ডাঃ পাভেল নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অচেতন অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসক মেহেরপুর সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গেলেও তার সন্ধান পাওয়াতে সেসময় মেহেরপুর সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করা হয়নি।

সে সময় এই বিষয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ও দৈনিক কালবেলার প্রতিবেদককে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেছিলেন, ‘বিষয়টা মিসিং বলা ভুল হচ্ছে। উনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত। মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে বলা যাবে।’

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য একই চিকিৎসক বিগত ২১ জন একই হাসপাতালের আউটসোর্সিং এ নিয়োগপ্রাপ্ত ওয়ার্ড মাস্টার সজলের হাতে লাঞ্ছিত হয়। সজল মেহেরপুর পৌর এলাকার বোস পাড়ার সাবান আলির ছেলে। এ ঘটনায় সে সময়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের ক্যারাম প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন তোজাম্মেল- রুপক জুটি

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠার ৭ বছর উপলক্ষে ক্যারাম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তোজাম্মেল আযম- মতুর্জা ফারুক রুপক জুটি। নক আউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীতার ফাইনাল খেলায় সিরাজুদ্দোজা পাভেল-শাকিল রেজা জুটিকে পরাজিত করে।

শুক্রবার দিন ব্যাপী মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ প্রতিযোগীতা

অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীতায় ১৬ জন খেলোয়াড় ৮টি দলে বিভক্ত হন লটারির মাধ্যমে। প্রতিযোগীতার প্রথম পর্বে খেলা হয় ৪টি ম্যাচ। চার ম্যাচর বিজয়ী তোজাম্মেল-রুপক, মাসুদ-শাহিন, শাকিল-পাভেল, রাফি-সোমেল জুটি অংশ নেন সেমিফাইনাল পর্বে। সেমিফাইনালে বিজয়ী হয়ে তোজাম্মেল-রুপক জুটি এবং শাকিল-পাভেল জুটি বিজয়ী হয়ে ফাইনাল খেলার সুযোগ লাভ করে।

খেলায় মেহেরপুর অন্যদের মধ্যে ঢাকা মেইলের প্রতিনিধি তোফায়েল ও মাইটিভির গাংনী প্রতিনিধি মাসদ রানা, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কন্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাংলা টিভি প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান ও সাংবাদিক এস এম তারেক, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা ও মেহেরপুর প্রতিদিনের নিজস্ব প্রতিনিধি উবাইদুল্লাহ সাদিক অংশ নেন।

আজ শনিবার প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স আপ ও অংশগ্রহনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

মেহেরপুরে কলাই’র বাম্পার ফলন, দামে খুশি চাষিরা

মেহেরপুর জেলার কৃষি নির্ভর এলাকাগুলোতে অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে অধিক মুনাফা পাওয়ায় ডালজাতীয় শস্য ‘কলাই’ এখন অর্থকরী ও লাভজনক ফসল হিসেবে চাষীদের কাছে আগ্রহের জায়গা করে নিয়েছে।

কৃষি বিভাগের মতে, অল্প সময়ে কম পরিশ্রম ও খরচের অধিক লাভ পাওয়াতে স্থানীয় কৃষকরা কলাই চাষে ঝুকছেন।

আর চলতি মৌসুমে কলাই চাষের জন্য আবহাওয়া উপযোগি থাকায় ফলন বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়নি। যার ফলে বাম্পার ফলন হয়েছে। এছাড়াও বতর্মান বাজারে কলাইয়ের দামও ভালো।

সরজমিনে মেহেরপুর জেলার কলাই চাষি, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে

কথা বলে জানা গেছে, চলতি মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত আবহাওয়া ছিলো কালাই চাষের জন্য বেশ উপযোগী। স্থানীয় বাজারে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ডাল জাতীয় ফসলের মধ্যে জনপ্রিয় কলাই ডাল।

শুধু ডালের জন্যই নয়, কলাই দিয়ে তৈরি হয় শীতের পিঠা, বড়িসহ নানা ঐতিহ্যবাহী খাবার। কলাই রুটি শীতের সময় দেশের বিভিন্ন এলাকাতে ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবেই পরিচিত।

এ বছর কলাইয়ের দাম অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে মণ প্রতি ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কৃষক তৌহিদ বলেন, ‘কলাই চাষ করা তুলনামূলকভাবে অন্য যেকোনো চাষের চেয়ে সহজ। আমার এ বছর তিন বিঘা কলাই ছিলো। সব মিলিয়ে গড়ে বিঘা প্রতি ছয় মণ করে ফলন পেয়েছি অথচ গত বছর এই জমিতেই সাড়ে তিন মণ করে কলাই পেয়েছি। আবার এই বছর দামও বেশি।’

গাংনী উপজেলার কলাই চাষি একরামুল হোসেন বলেন, ‘আমি সপ্তাহখানেক আগে কলাই মাড়াই করে ঘরে তুলেছি। এবার আমার এক বিঘা কালাইয়ের আবাদ ছিলো। চাষ থেকে শুরু করে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে ২ হাজার টাকা। সেখানে ফলন পেয়েছি প্রায় ৭ মন। যার বাজার মূল্য ৩০ হাজার টাকা। খরচ বিবেচনায় এর চেয়ে কম খরচে বেশি লাভ করার মতো ফসল আর নেই।

কালাই ব্যাবসায়ী শফি আহমেদ বলেন, ‘বাজারে মাত্র নতুন কালাই আসতে শুরু করেছে। বতর্মান বাজার দর একটু বেশি। আমরা চাষিদের কাছ থেকে ভালো মানের কালাই গুলো ৪ হাজার ২০০ টাকা দরে মণ। আর গড়পড়তা মানের কালাই মন প্রতি ৪ হাজার টাকা দরে কিনছি।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার মো. সামসুল আলম বলেন, ‘ডাল জাতীয় চাষ কলাই মেহেরপুরে বেশ জনপ্রিয়। অধিকাংশ চাষি জমি ফেলে না রেখে কলাইয়ের আবাদ করে। এতে জমির উর্বরতা বাড়ার পাশাপাশি ভালো ফলন পাওয়া যায়। শীতকাল শুরু হলেই জেলায় কলাইয়ের চাহিদা বেড়ে যায়। চলতি মৌসুমে জেলায় প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে কলাই চাষ হয়েছে।

মেহেরপুরে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে আর্থসামাজিক উন্নয়নে করনীয় ও গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অবঃ আব্দুল মালেক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গাজী রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, কাজীপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক রিয়াজ উদ্দিন, শিক্ষক হাসান রুদ্র, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তি শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল ও অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় বক্তরা বলেন, একজন আত্মসচেতন ও বিবেকবান সংবাদকর্মী দেশ ও জাতির জন্য পথপ্রদর্শক। আধুনিক প্রচার মাধ্যম সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সুবিধাবঞ্চিত জনপদ ও নাগরিকদের আধুনিক ও সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমই পারে মানুষকে নতুন নতুন চিন্তা, ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু বলেন, মেহেরপুরের সাংস্কৃতি খেলাধুলা লস প্রজেক্ট। মানুষের টাকা হয়েছে কিন্তু সংস্কৃতি মনা মানুষ হারিয়ে গেছে। টাকার বিনিময়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াঙ্গন বিক্রি হয়ে গেছে।’

আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ।’

খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল বলেন, ‘গণমাধ্যমের ভূমিকার কারণেই

মুজিবনগর উপজেলার মর্যাদা পেয়েছে।’

প্রভাষক রিয়াজ উদ্দিন বলে, ‘রেমিটেন্স ও কৃষিতে এখন উন্নত হচ্ছে গ্রামগুলো। তবে শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রামের ছেলেরা এখন শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে প্রবাসে যেতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শিক্ষার হার কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের মনোযোগ দেয়া উচিত। ‘

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মেহেরপুরে নারী শিশু নির্যাতন মামলার পরিমান বেশি। সব ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার কারনে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় হচ্ছে। স্থানীয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের মত সকল গণমাধ্যম ও সংবাদ কর্মীদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। ‘